بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

রমযানে যেখানে অধিকাংশ মানুষের মনোযোগ আল্লাহ্‌র ফযলে মসজিদের প্রতিও নিবদ্ধ, আর বাজামাত নামাযের প্রতি মনোযোগী সেই সাথে নফলের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। এরপর সেই সব দোয়া যা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়া এবং খোদার নৈকট্য লাভের জন্য হয়ে থাকে তাকে আমাদের অগ্রগণ্য করা উচিত। প্রথম দোয়া এগুলো হওয়া উচিত আর পরে জাগতিক দোয়া আসা উচিত। আমাদের জাগতিক উদ্দেশ্যে যেসমস্ত দোয়া করা হবে এমন দোয়া আল্লাহ্ তা'লা নিজেই গ্রহণ করবেন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ১৭ই জুন ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআন থেকে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন,

وَاِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیۡ عَنِّیۡ فَاِنِّیۡ قَرِیۡبٌ ؕ اُجِیۡبُ دَعۡوَۃَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلۡیَسۡتَجِیۡبُوۡا لِیۡ وَلۡیُؤۡمِنُوۡا بِیۡ لَعَلَّہُمۡ یَرۡشُدُوۡنَ

(সূরা আল্-বাকারা: ১৮৭)

অর্থ: আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (বল), 'নিশ্চয় আমি (তাদের) নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ পায়।'

এই আয়াতটিকে রোযা রাখার নির্দেশ, রোযার শর্তাবলী ও রোযা সংক্রান্ত শিক্ষামালার সাথে সম্পর্কযুক্ত আয়াত গুলোর মাঝে অন্ত র্ভুক্ত করে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে রমযান এবং দোয়া কবুলিয়্যতের বা দোয়া গৃহীত হওয়ার যে বিশেষ সম্পর্ক আছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এ সম্পর্কে এভাবে বর্ণণা করেছেন যে, রোযা যেভাবে তাক্বওয়া শেখার মাধ্যম অনু রূপভাবে এটি খোদার নৈকট্য লাভেরও একটি মাধ্যম। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত রমযান থেকে তাক্বওয়া শিখা, তাক্বওয়ার মাঝে জীবন অতিবাহিত করা এবং রমযানকে খোদার নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা না করা হবে ততক্ষণ রমযান মাস দোয়া গৃহিত হওয়ার মাধ্যম হতে পারে না। আর এটি যদি হয় তাহলে রমযানে খোদার সাথে সৃষ্ট সম্পর্ক শুধু রমযানের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং এক স্থায়ী পরিবর্তনের লক্ষণাবলী মানুষের জীবনে প্রকাশ পাবে। আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে এই কথাই বলেছেন যে, আমি সন্নিকটে, আমি কাছে আছি।

মহানবী (সা.) বলেছেন, এ মাসে শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করা হয় আর আল্লাহ্ তা'লা কাছে এসে যান, আল্লাহ্ তা'লা নিচের আকাশে নেমে আসেন। কিন্তু কাদের কাছে আসেন? তাদের কাছে আসেন যারা খোদার নৈকট্য অনু ভব করে বা করার ইচ্ছা রাখে। আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহ্‌র তা'লার কথা মেনে চলে। 'فَلۡیَسۡتَجِیۡبُوۡا لِیۡ' খোদার যে নির্দেশ র য়েছে এর ওপর আমলের চেষ্টা করে। খোদার নির্দেশাবলীর জ্ঞান অর্জন ক রে আর সেগুলোর ওপর আমল এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করে। আর এ কথার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস এবং ঈমান রাখে যে, খোদা তা'লা সর্ব শ ক্তির আধার। তাঁর নির্দেশাবলী শিরোধার্য করে একনিষ্ঠভাবে আমি যদি তাঁর কাছে চাই তাহলে তিনি আমার দোয়া গ্রহণ করবেন। অতএব যারা বলে, আমরা দোয়া করি কিন্তু দোয়া গৃহিত হয় না, তারা কি আত্মবিশ্লেষণও করে? বা কখনও আত্মজিজ্ঞাসা করেছে কি যে, খোদার নির্দেশ কতটা মেনে চলা হচ্ছে। যদি আমাদের কর্ম না থাকে, আমল না থাকে, যদি আমাদের ঈমান প্রথাসর্বস্ব হয়ে থাকে তাহলে আমাদের এই কথা বলা ভুল হবে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে ডেকেছি কিন্তু আমাদের দোয়া

গৃহিত হয় নি। খোদা তা'লা কী শর্ত নির্ধারণ করেছেন এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রথম কথা যা বলেছেন তা হল, মানুষের মনে তাক্বওয়া এবং খোদাভীতির এমন অবস্থা যেন সৃষ্টি হয় যার ফলে আমি তাদের কথা শুনতে এবং গ্রহণ করতে পারি। যদি তাক্বওয়া থাকে, খোদার ভয় থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা দোয়া শুনেন এবংডাকে সাড়া দেন। দ্বিতীয় কথা হল,তারা যেন আমার ওপর ঈমান আনয়ন করে, কেমন ঈমান? এই কথার ওপর ঈমান আনতে হবে যে, খোদা আছেন এবং তিনি সকল শক্তি ও ক্ষমতার আধার। ঈমান এমন হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ আছেন এবং তাঁর মাঝে সকল শক্তি রয়েছে। অর্থাৎ অদৃশ্য খোদায়, অদৃশ্য সত্তায় ঈমান থাকতে হবে। এটি যদি থাকে তাহলে খোদার পক্ষ থেকে এমন তত্ত্বজ্ঞানও লাভ হবে যার কল্যাণে খোদার পবিত্র সত্তা এবং তিনি যে, সকল ক্ষমতা বা শক্তির আধার আর তিনি যে দোয়ার উত্তর দেন এই সম্পর্কেও মানুষের অভিজ্ঞতা অর্জন হবে। প্রথমে মানুষের নিজের ঈমানকে দৃঢ় করতে হবে তারপর আল্লাহ্ তা'লা অগ্রসর হবেন এবং প্রমাণও পাওয়া যাবে। দোয়া গৃহিত হওয়ার শর্তাবলী, এর নীতি এবং দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিষদভাবে আলোকপাত করেছেন।

তিনি বলেন, এটি সত্য কথা যে, যে ব্যক্তি কর্ম এবং শ্রম বিমুখ সে দোয়া করে না। দোয়ার সাথে কর্মও আবশ্যক। এমন ব্যক্তি দোয়া নয় বরং আল্লাহ্র পরীক্ষা করে। তাই দোয়ার পূর্বে নিজের সকল শক্তিকে কাজে রূপায়িত করতে হবে আর এটিই দোয়ার অর্থ। প্রথমে নিজের বিশ্বাস এবং কর্মের ওপর বিশ্লে ষণাত্মক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক কেননা আল্লাহ্র রীতি হল অবস্থার সংশোধন হয় উপকরণের ভিত্তিতে, সংশোধনের জন্য উপকরণ চাই। তিনি এমন কোন উপকরণ সৃষ্টি করেন যা সংশোধনের কারণ হয়ে থাকে। যারা বলে যে, দোয়া করা হলে আর উপকরণের প্রয়োজন কি? বা দোয়া করলে উপকরণের দরকার কি? তাদের এই বিষয়টি নিয়ে ভাবা উচিত। যারা এমন কথা বলে তারা নির্বোধ,তাদের চিন্তা করা উচিত যে, দোয়া নিজেও তো একটি উপকরণ, এটিও কাজের জন্য একটি মাধ্যম হয়ে থাকে যা অন্য উপকরণ সৃষ্টি করে এবং কোন কাজ করার কারণ হয়। দোয়া নিজেও প্রধানত একটি মাধ্যম এবং কাজ হওয়ার উপকরণ। ।

তিনি বলেন, আর إِيَّاكَ نَعْبُدُ-কে যে إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এর পূর্বে দেওয়া হয়েছে যা একটি দোয়া সূচক বাক্য, এটি এই বিষয়টিকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করছে। অতএব আমরা খোদার রীতি এটিই দেখছি যে, তিনিই উপকরণ সৃষ্টি করেন। দেখ! পিপাসা নিবারণের জন্য পানি, ক্ষুধা দূরীভূত করার জন্য খাবার সৃষ্টি করেন কিন্তু কোন না কোন মাধ্যমেএগুলো হয়ে থাকে। সুতরাং উপকরণের বিধান এভাবেই কাজ করছে। আর উপকরণ অবশ্যই সৃষ্টি হয় কেননাদু'টো নামই খোদা তা'লার, অর্থাৎ'وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا' (সূরা আল্-ফাতাহ্: ০৮) আযীয শব্দের অর্থ হল সব কাজ করা, অর্থাৎ তিনি প্রবল পরাক্রম, শক্তি এবং ক্ষমতা আছে, সব কাজ করতে পারেন আর করেন। আর হাকীম অর্থ হল প্রতিটি কাজ কোন প্রজ্ঞার অধীনে যথাস্থান এবং কালভেদে করা। দেখ তিনি উদ্ভিদ এবং জড় বস্তুতে বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। জামাল গোটাকে দেখ, তা দু এক তোলা খেলেই দাস্ত বাপেট খারাপ হয়। অনুরূপভাবে 'সিকমোনিয়ার'ও একই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা কোন উপকরণ ছাড়াই দাস্ত বা পেট খারাপ করতে পারতেন বা পানি ছাড়া পিপাসা নিবারণ করতে পারতেন বা নিবারণ হওয়া সম্ভব ছিল কিন্তু প্রকৃতির বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করাও আবশ্যক ছিল কেননা প্রকৃতির বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি যত বিস্তৃত হয় ততই মানুষ খোদার গুণাবলী সম্পর্কে অবগত হয়ে নৈকট্য লাভের যোগ্যতা অর্জন করে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

চাওয়া মানুষের বৈশিষ্ট্য আর গ্রহণ করা বা দেয়া খোদা তা'লার বৈশিষ্ট্য। যে এটি বোঝে না এবং স্বীকার করে না সে মিথ্যাবাদী। শিশুর যে দৃষ্টান্ত আমি দিয়েছি তা দোয়ার দর্শনকে খুব স্পষ্ট করে। রহমানিয়্যত এবং রহিমিয়্যত দু'টো পৃথক বিষয় নয়। যে একটিকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয়টি সন্ধান করে সে তা পেতে পারে না। রহিমিয়্যতের জন্য রহমানিয়্যতকে ছেড়ে দেবেন এটি সম্ভব নয়। রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্যের দাবি হল আমাদের মাঝে রহিমিয়্যত বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগানোর শক্তি সৃষ্টি করা। আল্লাহ্র যে রহিমিয়্যত আছে অর্থাৎ তাঁর কাছে চেয়ে কিছু নেয়ার যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, রহমানিয়্যতই সেই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। যে এমনটি করে না সে এই নিয়ামতের

প্রতি অকৃতজ্ঞ বা কৃতঘ্ন। إِيَّاكَ نَعْبُدُ -র এটিই অর্থ যে, আমরা তোমার ইবাদত করি সেই বাহ্যিক উপায় উপকরণের ভিত্তিতে যা তুমি দান করেছ। দেখ জিহ্বা, যা রগ এবং স্নায়ুর সমন্বয়ে গঠিত এতে লালা রয়েছে। যদি এমনটি না হতো তাহলে আমরা কথা বলতে পারতাম না। তিনি বলেন, দোয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লা জিহ্বা দিয়েছেন যা সৃষ্টির ধ্যান ধারণা প্রকাশে সহায়ক হয়, মানুষ কথা বলতে পারে। আমরা যদি দোয়ার জন্য জিহ্বাকে কখনো কাজে না লাগাই তাহলে এটি আমাদের দুর্ভাগ্য হবে। অনেক ব্যাধি এমন আছে যে, জিহ্বা যদি তাতে আক্রান্ত হয় তাহলে নিমিষেই জিহ্বার কর্ম শক্তি লোপ পায় এবং মানুষ এক পর্যায়ে বোবা হয়ে যায়। অতএব এটি কত বড় রহিমিয়্যত বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ যে, তিনি আমাদের জিহ্বা দিয়েছেন। অনুরূপভাবে কানের গঠনে যদি পার্থক্য সৃষ্টি হয় তাহলে কিছু শোনা সম্ভব হয় না। হৃদয়ের অবস্থাও একই। এতে বিগলন এবং ক্রন্দন আর চিন্তা ভাবনা ও প্রণিধানের যে বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন হৃদয় রোগাক্রান্ত হলে এর প্রায় সবকটি হারিয়ে যায়। উন্মাদদের দেখ যে, তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিভাবে অকেজ হয়ে যায়। এসব খোদা প্রদত্ত নিয়ামতরাজির মূল্যায়ন করা কি আমাদের জন্য আবশ্যক নয়? খোদা তা'লা পরম অনুগ্রহ বশতঃ যেসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দান করেছেন এগুলোকে আমরা যদি অকেজ ছেড়ে দেই তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা কৃতঘ্ন। আমরা খোদার নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ বলে গন্য হব। তাই স্মরণ রাখতে হবে যে, নিজের শক্তি বৃত্তিকে অকেজ ছেড়ে দিয়ে যদি দোয়া করি তাহলে সেই দোয়া কোন কাজে আসতে পারে না। খোদা তা'লা যেসব শক্তি দিয়েছেন, সামর্থ্য দিয়েছেন, যোগ্যতা দিয়েছেন, উপকরণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার যে নির্দেশ দি য়েছেন, সেই সবকে কাজে নিয়োজিত কর, এরপর দোয়া কর। এছাড়া দোয়া কোন কাজে আসে না। কেননা খোদার প্রথম দান এবং হেবাকে যেখানে আমরা কাজে লাগাই নি সেখানে অন্যটি থেকে কিভাবে কল্যাণ বা উপকার লাভ হতে পারে। এগুলোও আল্লাহ্তা'লারই দান যা তিনি সৃষ্টি করেছেন আর এগুলোকে কাজে লাগানো এবং দোয়া করা তবেই উপকারি বা কল্যাণকর হতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য মানুষের কেমন হওয়া উচিত, যার দোয়া খোদা শুনেন এবং শক্তির কুদরতও প্রদর্শন করেন, এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

শর্ত হল আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা এবং নিষ্ঠা থাকা চাই। আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা এমন একটি বিষয় যা মানুষের হীন এবং ইতর জীবনকে দগ্ধ করে নতু ন এক স্বচ্ছ ও পরিষ্কার মানুষে পরিণত করে। তখন সে এমন সব বিষয় দেখে যা পূর্বে দেখেনি, এমন সব কিছু শুনে যা পূর্বে শুনেনি, বস্তুত আল্লাহ্ তা'লা কৃপা এবং অনুগ্রহের যে আধ্যাত্মিক খাবার সৃষ্টি করেছেন তা থেকে সত্যিকার অর্থে লাভবান হওয়ার জন্য তিনি মানু ষ কে শক্তি এবং সামর্থ্যও দিয়েছেন। এরপর চিন্তা এবং প্রণিধান রয়েছে, যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে সেগুলোকে যদি কাজে না লাগাই, খোদার দিকে যদি অগ্রসর না হই তাহলে কত বড় আলস্য এবং উদাসীনতা এটি।

খোদা সংক্রান্ত তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের মাধ্যম কি, এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, এটি সত্য কথা যে, **'খুলিকাল ইনসানু যায়িফা'** মানুষ দুর্বল সৃষ্টি, সে খোদার কৃপা এবং বদান্যতা ছাড়া কিছুই করে উঠতে পারে না। খোদার কৃপা না থাকলে কিছুই করা সম্ভব হয় না। তার অস্তিত্ব, তার লালন-পালন, তার স্থায়ীত্বের পুরো উপকরণ নির্ভ র করে খোদার কৃপার ওপর। দুর্ভাগা সে, যে নিজের বোধ-বুদ্ধি বা নিজের সম্পদ নিয়ে গর্ববোধ করে, কেননা এই সব কিছুই খোদার দান, সে কোত্থেকে এনেছে এসব। দোয়ার জন্য আবশ্যকীয় বিষয় হল, মানুষের উচিত নিজের দুর্বলতা এবং সীমাবদ্ধতা দৃষ্টিতে রাখা। নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে যতই সে ভাববে এবং চিন্তা ও প্রণিধান করবে ততই খোদা তা'লাকে সাহায্যের মুখাপেক্ষি পাবে। এভাবে দোয়ার জন্য এক আবেগ এবং উচ্ছ্বাস তার মাঝে সৃষ্টি হবে।

এরপর বলেন, মানু ষ যখন সমস্যা কবলিত হয়, দু:খ এবং অসচ্ছলতার মুখোমুখি হয়, প্রচণ্ড চিৎকার করে এবং ডাকে আর অন্যের কাছে সাহায্য চায়, অনু রূপভাবে যদি নিজের দুর্বলতা এবং তলিত হওয়া সম্পর্কে যদি চিন্তা করে আর প্রতিটি মূহুর্ত যদি নিজেকে খোদার সাহায্যের মু খাপেক্ষি মনে করে তাহলে তার আত্মা আকুল আবেগ এবং ব্যাকুলতার সাথে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সেজদাবনত হবে এবং কাঁদবে, আহাজারী করবে আর

‘ইয়া রাব্ব, ইয়া রাব্ব’ অর্থাৎ হে আমার প্রভু, হে আমার প্র ভু! বলে তাঁকে ডাকবে।

নামাযের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হল দোয়া আর দোয়া করা আল্লাহ্‌র একান্ত প্রকৃতি সম্মত। সচরাচর আমরা দেখে থাকি একটি শিশু যখন ক্রন্দন করে, উৎকণ্ঠা এবং ব্যকুলতা প্রকাশ করে মা কতটা ব্যকুল হয়ে তাকে দুধ পান করান। প্রভুত্ব এবং দাসত্বের মাঝে এমনই একটি সম্পর্ক যা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। মানু ষ যখন খোদা তা’লার দরবারে সেজদাবনত হয়ে পরম বিনয়ের সাথে আকুতি মিনতির সাথে তাঁর সামনে নিজের পুরো চিত্র তুলে ধরে আর নিজের চাওয়া পাওয়া তাঁর কাছেই পেশ করে তখন প্র ভুর বদান্যতা শতই প্রকাশিত হয় আর এমন ব্যক্তির প্রতি করুণা প্রদর্শ ন করা হয় আর খোদার কৃপা এবং বদান্যতার দু গ্ধ এক ক্রন্দনকে চায়, এক আহাজারির দাবি রাখে, খোদার ফযল এবং বদান্যতার দুগ্ধ যদি পেতে হয়, তাঁর দরবারে বিনয় এবং আকুতি-মিনতির সাথে ক্রন্দন করতে হবে। তিনি বলেন, এর জন্য ক্রন্দনশীল দৃষ্টির বা চোখের প্রয়োজন।

সুতরাং রমযানে যেখানে অধিকাংশ মানুষের মনোযোগ আল্লাহ্‌র ফযলে মসজিদের প্রতিও নিবদ্ধ, আর বাজামাত নামাযের প্রতি মনোযোগী সেই সাথে নফলের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। এরপর সেই সব দোয়া যা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়া এবং খোদার নৈকট্য লাভের জন্য হয়ে থাকে তাকে আমাদের অগ্রগণ্য করা উচিত। প্রথম দোয়া এগুলো হওয়া উচিত আর পরে জাগতিক দোয়া আসা উচিত। আমাদের জাগতিক উদ্দেশ্যে যেসমস্ত দোয়া করা হবে এমন দোয়া আল্লাহ্ তা’লা নিজেই গ্রহণ করবেন।

এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি দোয়া উপস্থাপন করব যা এই দিনগুলোতে বিশেষ ভাবে আমাদের করা উচিত, যেন খোদার নৈকট্য লাভ হয়। আল্লাহ্ তা’লার সন্নিধানে তিনি দোয়া করেন যে, হে বিশ্ব প্রতিপালক! তোমার অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই, তুমি অত্যন্ত দয়ালু এবং বদান্যশীল, আমার প্রতি তোমার অশেষ কৃপা রয়েছে, আমার পাপ ক্ষমা কর, কোথাও আমি ধ্বংস না হয়ে যাই, আমার হৃদয়ে তোমার খাঁটি ভালোবাসা সৃষ্টি কর যেন আমি জীবন লাভ করতে পারি, আমার দুর্ব লতা ঢেকে রাখো আর এমন কাজের তৌফিক দাও আমাকে যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে আমি তোমার মহাসম্মানিত চেহারার দোহাই তুমি আমাকে ক্রোধ থেকে রক্ষা কর, করুণা কর, কৃ পা কর, ইহ এবং পরকালের বালা এবং বিপদাবলী থেকে আমাকে রক্ষা কর কেননা সকল কৃপা এবং বদান্যতা আর অনু গ্রহ তোমারই হাতে, আমীন, সুম্মা আমীন।

আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন দোয়ার প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করতে পারি। এ রমযান আমাদের সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুক এবং স্থায়ীভাবে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুক যারা ঈমানে দৃঢ় হয়, যারা তাঁর নির্দেশাবলীর প্রতি কর্ণপাত করে এবং সেই অনুসারে আমল করে আর নিজেদের প্রতিটি কাজের ওপর আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়, অগ্রগণ্য করে। আমাদের প্রতিটি কাজ যেন খোদার সন্তুষ্টি অনুসারে হয়, আমাদের বিশ্বাস যেন পূর্বের চেয়ে বেশি দৃঢ় হয়, আমাদের মাঝে খোদার সত্যিকার ভালোবাসা সৃষ্টি হোক, আল্লাহ্ আমাদেরকে ইহ এবং পারলৌকিক সমস্যাবলী থেকে রক্ষা করুন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 17th June, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B